দেবাশীষ

একা

আর কত দুরে হেঁটে যাবে তুমি
সমমিতা
আর কতটা সময় জীবনের বিষন্নতার
কাদা-মাটি মেখে ভুলে থাকবে
অন্যকিছু।
আর কতবার বুকের ভিতর গুঁজে মুখ
বলবে 'না', 'না'।
সমমিতা, কতফুল ডেকে গেছে ভোরে ও সন্ধ্যায়
কতপথ ক্লান্ত হয়েছে চলায়
কত হাওয়া এঁকেছে তার প্রতিশ্রুতির
স্পষ্ট ইঙ্গিত।
তবুও তোমার নিজস্ব চলার বিরাম নেই কোন।
পার্থিব সবকিছুকেই অপাংতেয় ভেবে নিয়ে তুমি
'দুরছাই' করে চলেছো নিরুদ্দেশে।
দেখছোনা আর কিছুই,
অন্য যা কিছু ফেরাতে পারতো তোমায়,
হারিয়ে যাওয়া সময়ের
সুখ, শান্তি আর নিস্কাম সরলতা।

যদি ভাব, এ চলার শেষে কোথাও
পেয়ে যাবে
নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে ছিন্নমূল কোন
উল্কাপিন্ড।
যদি ভাব তার বুকে ঢেলে দেবে
তোমার শেষ সঞ্চিত
কামনা আর ভালবাসাটুকু।
সেও তো ভালো -

তারপর,
আবার কি বিষন্ন হবে তুমি!
আবার কি শুরু করবে নতুন করে চলা,
নিরুদ্দেশের প্রতি
নিজেকে অস্তিত্বহীন করার লক্ষ্য নিয়ে
একা, একা এবং একা।

দুঃখের কবিতা

দুঃখ - ১
সকাল সন্ধ্যে দুঃখ পোড়াস
রাতে পোড়াস ঘর,
তোর বুকের ভেতর অনেক আগুন
তুই তাতেই পুড়ে মর।।

দুঃখ - ২
কেমন করে দুঃখ পোহাও তুমি
কেমন করে শানবে প্রতিশোধ
সীতার জন্য ফাটছে দেখ ভূমি
নিজের বুকেই দাগছো বিষনখ

দুঃখ - ৩
যতটা কষ্ট দিয়েছি তোমার জন্য -
ততটা কষ্ট ফিরে পেতে চাই আমি
মহানির্বাণ পথে হেঁটে গেছে যারা
তারাও জেনেছে দুঃখ কতটা দামী

দুঃখ - ৪
এবার আমার দুঃখ পওয়ার সময়
দরজা এঁটে বন্ধ কর ঘর
আমার কান্না ঝ রছে বৃষ্টি হয়ে
জলীয় স্পর্শে ভিজছে্ রাচর।

অসুখ

এইভাবেই কি কাটবে জীবন -
চিলশূন্য আকাশ,
শব্দ হীন হাওয়া,
বিমর্ষ নদীর বুকে
শান্ত নখের আঁচড়, আর
অসময়ের স্তোত্রপাঠ, শুনে শুনে!
এমনি করেই কি অস্নাত সময়
তুমি, চলমান জীবনের
খুলে নেবে চাকা।
ইতিহাসকে বন্দী করবে
কফিনের চৌকো অন্ধকারে।

এইভাবেই কি
চক্রান্তের এক নিঃছিদ্র জালে
জড়িয়ে পড়বো আমরা?
আধখাওয়া জীবন ফেলে
এঁটো হাতে ছুড়ে দিতে হবে
মৃত্যুর পুস্পাঞ্জলি।
এমনি করেই কি জন্মান্তর
মেনে নিতে হবে আমায়
প্রিয়তমার সবুজ অংশটুকু
এবারও কি অনাবৃত থেকে যাবে
আরো আট, ষোলো কিংবা
দুশো-ছাপ্পান্ন বছরের জন্য
বা তারও কিছু বেশী সময়।
অনিকেত জীবনের আঙুল ছুঁয়ে
আরো অন্য একটা জীবনের জন্য
আরো হাজার বছর।
তারপর,
তারপর একদিন
কোনো এক বিষন্ন সন্ধ্যায় -
চেনা রেস্তোরার আবছা আলোয়
কোন শুভ্রাংশু পরীর মুখের রেখায়,
হয়তো খুঁজে পাব
নিষিদ্ধ সময়ে ফেলে আসা
আমার গভীর অসুখের চিহ্ন।।